উপহারে কটুকথা? গোলমাল মেডিক্যালে

এই সময়: কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ওরিয়েন্টেশন পর্বে নবাগত পড়ুয়াদের ওয়েলকাম কিট বা উপহার দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো বৃহস্পতিবার। অভিযোগ, এনএমও-র তরফে আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে এমসিডিএসএ-র সদস্যরা হাজির হয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন এবং জুনিয়রদের হুমকি দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে

বচসায় দুই সংগঠন

ক্যাম্পাসে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এবং র‍্যাগিংয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ। এতে অভিভাবক মহলে ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে। পুরো বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন এক অভিভাবক।

অন্যদিকে, এই ধরনের ভাষা চিকিৎসক তথা সভ্য সমাজে কাম্য নয় বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এক প্রবীণ চিকিৎসক। কলেজের ছাত্র সংগঠনগুলি যদি এই ধরনের হুমকি সংস্কৃতি চালায়, তবে তা ছাত্রসমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করছেন তিনি। ক্যাম্পাসে র‍্যাগিং-মুক্ত সুস্থ এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে অবিলম্বে যথাযথ পদক্ষেপের দাবি তুলেছে অভিভাবক মহল। কলেজ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

হাসপাতালে গ্রেপ্তার

এই সময়: সেনা পরিচয়ে আলিপুর কমান্ড হাসপাতালে অনুপ্রবেশের অভিযোগে দিব্যেন্দু মিত্র নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল আলিপুর থানার পুলিশ। অভিযোগকারী কর্নেল জেজি শঙ্কর তামিলনাড়ুর থাঞ্জাভুরের রাজারাজন নগরের নীলগিরি এলাকার বাসিন্দা। তিনি তাঁর লিখিত অভিযোগে পুলিশকে জানিয়েছেন, বুধবার অভিযুক্ত দিব্যেন্দু লাইসেন্স ছাড়াই আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ নিয়ে হাসপাতাল চত্বরে অবৈধ ভাবে প্রবেশ করেন। সন্দেহ হওয়ায় তাঁকে আটক করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের পরে দিব্যেন্দুকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কী উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত হাসপাতালে ঢুকেছিলেন, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আবারও সময় চাইলেন এনসিপিআই সাংসদরা

এই সময়, নয়াদিল্লি: লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার নোটিসের প্রেক্ষিতে নিজেদের দলগত অবস্থান জানানোর জন্য ফের সময় চাইলেন তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া ২০ জন সাংসদ। এর আগে তাঁরা তিন বার সময় চেয়েছিলেন। তৃতীয় বারের সময়সীমা শেষ হয় বুধবার, ২১ অক্টোবর। তার পরে স্পিকারের কাছে সপ্তাহ দুয়েক সময় চেয়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদাররা ফের আর্জি জানিয়েছেন। বর্ষীয়ান সাংসদ সুদীপ বৃহস্পতিবার জানান, ৩ নভেম্বরের মধ্যে লোকসভার স্পিকারের কাছে তাঁদের জবাব পাঠানো হবে।

আগামী ২৬-২৭ অক্টোবর ব্রিকস পার্লামেন্টারি মিটের প্রাক্কালে, এ দিন সাংবাদিক বৈঠক করেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। এনসিপিআই সাংসদদের শিবির পরিবর্তন ও সেই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসঙ্গে স্পিকারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আদালতে যে ভাবে বিভিন্ন মামলার কার্যক্রম চলে, এই বিষয়টিও ঠিক সেই ভাবেই চলছে। দু'পক্ষকেই তাদের যুক্তি দিতে হবে, নিজেদের বক্তব্য জানাতে হবে এবং তার পরেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' সুদীপদের আবারও সময় চাওয়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে মমতা তৃণমূলের আইনজীবী-সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'এটা বিচারাধীন বিষয়। যা বলার, তা সুপ্রিম কোর্টে বলব।'

কেন তাঁরা তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগদান করেছেন, সেই প্রশ্ন তুলে ওই ২০ জন সাংসদের উদ্দেশে নোটিস জারি করে উত্তর চেয়েছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। এ বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের ফল বেরোনোর কিছু দিনের মধ্যেই তৃণমূলের ওই ২০ জন সাংসদ এক রকম অপরিচিত

এই নিয়ে চতুর্থ বার

ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)-তে যোগ দেন। দলত্যাগবিরোধী আইনে ওই ২০ জনের সাংসদ-পদ কেন খারিজ হবে না, এই প্রশ্ন তুলে প্রথমে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার কাছে 'ডিসকোয়ালিফিকেশন পিটিশন' দাখিল করেছিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ও মমতা তৃণমূলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ নিয়ে স্পিকারের কাছ থেকে উত্তর না-পেয়ে তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। গত ২৫ অগস্ট সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ ওই ২০ জন সাংসদের বক্তব্য জানতে চায়। তার পরেই স্পিকারের সচিবালয় থেকে নোটিস যায় ২০ জন সাংসদের কাছে। সাত দিনের মধ্যে উত্তর চাওয়া হয়। সেই ইস্তক ওই ২০ জন সময় চাইছেন।

সংসদের বাদল অধিবেশনের কেন সমাপ্তি ঘোষণা (প্রোরোগ) করা হয়নি এবং সংসদের কোনও বিশেষ অধিবেশন হতে চলেছে কি না, তার উত্তরে এ দিন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, 'এটা ঠিক যে, অধিবেশন এখনও সমাপ্ত হয়নি। এর একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। সাধারণত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সংসদীয় বিষয়ক কমিটি (সিসিপিএ) রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ পাঠায় এবং রাষ্ট্রপতি তখন সংসদের অধিবেশন সমাপ্তির আদেশ জারি করেন।' স্পিকার জানান, সংবিধানের ৮৫ নম্বর অনুচ্ছেদে এই সব প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা রয়েছে। তবে তাড়াতাড়ি সংসদের কোনও বিশেষ অধিবেশন ডাকা হবে কি না, সে ব্যাপারে স্পিকার কোনও মন্তব্য করেননি। সংসদীয় সূত্রের দাবি, এমন কোনও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নেই যে, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে সংসদের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করতেই হবে।

চট্টগ্রাম অশান্ত, উদ্ধার পর্যটক

এই সময়, ঢাকা: পর্যটনকেন্দ্র সাজেককে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের পাহাড়ি জনপদ খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি। সাজেকে আটকে পড়া কমপক্ষে তিন হাজার পর্যটককে উদ্ধার করতে সেনা-পুলিশ গেলে বৃহস্পতিবার তাদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলে পাহাড়ি সশস্ত্র সংগঠনের। এতে সেনা ও পুলিশের ন'জন আহত হয়েছেন বলে খবর। এই ঘটনার জেরে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে শনিবার ১২ ঘণ্টা ও নৌপথ অবরোধের ডাক দিয়েছে 'ছাত্র-জনতার সংগ্রাম পরিষদ' (ইউপিডিএফ)।

পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত সাজেকে পাহাড়ের দুই প্রভাবশালী সংগঠন সন্তু লারমার জনসংহতি সমিতি এবং ইউপিডিএফ-এর কর্তৃত্ব কায়েমের লড়াইকে ঘিরে এক সপ্তাহ ধরেই উত্তেজনা চলছিল। এর মধ্যে, দুর্গাপুজার ছুটিতে সাজেকে বেড়াতে যাওয়া কয়েক হাজার পর্যটককে কার্যত আটকে, রাস্তা অবরোধ করে ইউপিডিএফের অনুগামী দু'টি সংগঠন। সেনা সূত্রে খবর, ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র সদস্যরা স্থানীয় পাহাড়ি ও অপাহাড়িদের 'মানবঢাল' হিসেবে ব্যবহার করে সড়ক আটকে পর্যটকবাহী যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। তারা নিরাপত্তা বাহিনী ও পর্যটকদের উপরে হামলা করলে পাল্টা পদক্ষেপ করে সেনা ও পুলিশ। ২৯৩৩ জন পর্যটককে পরে নিরাপদে খাগড়াছড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়।

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে পিছিয়েই ভারত

এই সময়: ২০২৬-এর বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১২২টি দেশের মধ্যে শততম স্থানে ঠাঁই পেল ভারত। বিশ্বজুড়ে অপুষ্টি, খেতে না পাওয়া মানুষ, দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং শিশুদের পুষ্টির নিরিখে এই সূচক পরিমাপ করা হয়। তাতে ২৪.১ পয়েন্ট পেয়ে 'সিরিয়াস' ক্যাটিগরিতেই রয়েছে ভারত। ২০১২ থেকেই এই ক্যাটিগরিতে স্থান ভারতের। এই ক্ষুধা সূচকের নিরিখে ভারতের থেকে উন্নত স্থানে রয়েছে নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ। ভারতের প্রতিবেশী এই তিনটি দেশ 'মডারেট' ক্যাটিগরিতে স্থান পেয়েছে।

মানবদেহেও শামোন্ডা ভাইরাস?

এই সময়: এ বার মানবদেহে থাবা বসাল প্রাণঘাতী শামোন্ডা ভাইরাস। সম্প্রতি ফ্রান্সে এক ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তির শরীরে ওই ভাইরাস সংক্রমণের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। চলতি মাসের গোড়াতেই তাঁর মৃত্যু হওয়ায় ফরাসি প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। তবে এই ভাইরাসের সংক্রমণেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু কি না, খতিয়ে দেখছে ফ্রান্সের স্বাস্থ্য দপ্তর। তাদের প্রাথমিক অনুমান, চলতি বছরের গ্রীষ্মের মরশুমে পূর্ব ফ্রান্সে গবাদি পশুর মধ্যে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখান থেকেই ওই ব্যক্তির শরীরেও তা সংক্রামিত হয়েছিল।

শামোন্ডা ভাইরাসে মৃত্যুর ঘটনায় ইউরোপীয়ান সেন্টার ফর ডিজ়িজ় প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল (ইসিডিসি) কর্তৃপক্ষও বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। তবে এখনই সাধারণ মানুষের জন্য ওই ভাইরাস থেকে ঝুঁকি নেই বলে মনে করছেন তাঁরা। মৃত ব্যক্তির অন্য অসুস্থতা ছিল বলেও জানা গিয়েছে।





ছবি: শুভজিৎ চন্দ্র, কৌশিক রায়, শুভদীপ রায় এবং শান্তনু চট্টোপাধ্যায়

















HDB Financial Services Limited

এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: রাধিকা, তৃতীয় তল, ল গার্ডেন রোড, নবরঙ্গপুর, আহমেদাবাদ-৩৮০০০৯।

শাখা: ২৮৫/৪, এ.পি.সি রোড, মানিকতলা, ছায়া সিনেমার বিপরীতে, কলকাতা – ৭০০০০৬, পশ্চিমবঙ্গ

পরিশিষ্ট-৪ (দেখুন নিয়ম ৮(১) দখলের বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তি)

নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতারা **এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের** থেকে ঋণ(গুলি)র সুবিধা(গুলি) নিয়েছিলেন, তাঁদের স্থাবর সম্পত্তিগুলি (নিরাপত্তা) বন্ধকে রেখে। আপনারা আপনাদের আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেননি ও বকেয়া টাকা মেটাতে অক্ষম হয়েছেন। আপনাদের অক্ষমতার জন্য আপনার ঋণ নন-পারফর্মিং অ্যাসেটস্ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। আপনার উপর উক্ত ঋণ সমূহ সঙ্গে অন্তর্নিহিত নিরাপত্তা ধার্য হওয়া সুদ সমেত মেটানোর দায় রয়েছে। **এইচডিবি**-র বকেয়া মূল্য পুনরুদ্ধারের জন্য পূর্ণ অধিকার আছে, সেই অধিকার থেকে সিকিউরিটাইজেসন অ্যান্ড রিকন্সট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (উক্ত অ্যাক্ট)-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী একটি দাবির বিজ্ঞপ্তি জারি করছে, যেটি আপনাদের উপর বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত অ্যাক্টের বিভাগ ১৩(২) তৎসহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী, ২০০২-এর নিয়ম ৩(১) অনুযায়ী প্রকাশিত হতে চলেছে। ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা, নিরাপত্তা, বকেয়ার পরিমাণ, ধারা ১৩(২) অনুযায়ী দাবির বিজ্ঞপ্তির বিবরণ এবং বকেয়া অর্থ নীচে দেওয়া হল:

১. **ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণ গ্রহীতাগণের নাম: মেসার্স কুলিও,** ২১ রাম মোহন মুখার্জি লেন, হাওড়া শিবপুর-৭১১১০২পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়াও বাসস্থান আদিত্য ভিলা, সম্পূর্ণ ২য় তলা ব্লক এ প্রেমিসেস নং ৪০/১/১/১ বাজে শিবপুর রোড থানা ও পোস্ট অফিস- শিবপুর, ওয়ার্ড নং -৩২, হাওড়া, শিবপুর- ৭১১১০২, এবং **অতসী রানা,** ৪০/১/১/১ বাজে শিবপুর রোড ৩য় তলা ব্লক -এ শিবপুর - ৭১১১০২, পশ্চিমবঙ্গ এবং কল্যাণ রানা ৪০/১/১/১ বাজে শিবপুর রোড ৩য় তলা ব্লক-এ শিবপুর- ৭১১১০২ পশ্চিমবঙ্গ। **লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর- ২৭৪৭২৯০৮,** নিরাপত্তার বিবরণ- নিরাপত্তার তফসিল- বাস্তু জমির সমস্ত অংশ, যার পরিমাপ প্রায় ২ (দুই) কাঠা ১১ (এগারো) বর্গফুট কম-বেশি হতে পারে এরসাথে জমির ওপর অবস্থিত পুরোনো কাঠামো ও ভবনসহ যাবতীয় স্বত্ব, অধিকার, দখল, সুবিধাধিকার এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি এর অন্তর্ভুক্ত। হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের হোল্ডিং নং ৪০/১/১/১, বাজে শিবপুর রোড, থানা- শিবপুর, জেলা- হাওড়া, এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৩২। উত্তরে রাম চরণ চ্যাটার্জি লেন; দক্ষিণে ১/১ বাজে শিবপুর ২য় বাই লেনের সম্পত্তি; পূর্বে ০/১/১(পি) বাজে শিবপুর রোড, পশ্চিমে রাম চরণ চ্যাটার্জি লেন এবং হোল্ডিং নং ২, বাজে শিবপুর ২য় বাই লেনের সম্পত্তি।
নিরাপত্তার তফসিল-"এ" ব্লকে অবস্থিত ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ যা গ্রাউন্ড ফ্লোরে রয়েছে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রেমিসেস নং ৪০/১/১/১, বাজে শিবপুর রোড, থানা- শিবপুর, জেলা- হাওড়া, এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৩২, এরিয়ার পরিমাপ প্রায় ৫৮২ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া সহ, এটি সংযুক্ত মানচিত্র/নকশায় 'লাল' রঙ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর সাথে উক্ত হোল্ডিংয়ে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ বা স্বত্ব এবং ভবনটির অবিভক্ত অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া, ফ্ল্যাটটির সাথে যুক্ত সাধারণ ব্যবহারের সুবিধাসমূহ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাও এর অন্তর্ভুক্ত।
দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ১৫.০৬.২০২৪; দাবি করা অর্থের পরিমাণ- ৩০৩৭৮৭৬.৫৩ টাকা (ত্রিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার আটশো ছিয়াত্তর টাকা তিপান্ন পয়সা মাত্র) ১২.০৬.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত, সাথে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত লাগু হওয়া চুক্তিবদ্ধ সুদ। আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও মাশুল ইত্যাদি সহ, **দখল গ্রহণের তারিখ: ১৭.১০.২০২৬।**

দয়া করে লক্ষ্য করুন, আপনি উক্ত অ্যাক্ট অনুযায়ী **এইচডিবি**-র কোনও লিখিত পূর্ব অনুমতি ছাড়া উপরে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি সম্পর্কিত কোনও রকম লেনদেন করা আপনার জন্য নিষিদ্ধ হয়েছে। আগে বলা অ্যাক্টের নিয়ম কোনও ব্যক্তি অমান্য করলে তাঁর জেল হতে পারে অথবা অ্যাক্ট অনুযায়ী আর্থিক শাস্তি হতে পারে। এর পরেও যদি আপনারা **এইচডিবি**-র মূল্য মেটাতে ব্যর্থ হন তাহলে এইচডিবি উপরে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির উপর উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১৩(৪) অনুসারে লাগু হওয়া নিয়ম অনুযায়ী খরচ ও তার ফলাফলের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবেন। উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি উদ্ধার করার জন্য। কোনও রকম অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তির জন্য যোগাযোগ করুন **শ্রীমান বিদ্যুৎ মজুমদার ৯০০৭১৭৭৭৪৬ অথবা শ্রীমতি পূজা সুর: Lm.maniktala@hdbfs.com** এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেড।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৩.১০.২০২৬

এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের পক্ষে
অনুমোদিত আধিকারিক

গুন্টুর - কলকাতা - গুন্টুর স্পেশাল ট্রেন

উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, **০৭৪৩৭/০৭৪৩৮ গুন্টুর - কলকাতা - গুন্টুর স্পেশাল** ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ ও গঠন অনুযায়ী চলবে:

গুন্টুর - কলকাতা			(০৭৪৩৭) (০৭৪৩৮)	কলকাতা - গুন্টুর		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
রবিবার	-	১৬:০০	↓ গুন্টুর	১৭:৩০	-	মঙ্গলবার
সোমবার	০৫:২৫	০৫:৩০	ভুবনেশ্বর	০৩:০৫	০৩:১০	মঙ্গলবার
সোমবার	১১:০০	১১:১০	খড়গপুর	২১:৫৫	২২:০০	সোমবার
সোমবার	১৪:১০	১৪:১২	দক্ষিণেশ্বর	১৭:৫৩	১৭:৫৫	সোমবার
সোমবার	১৪:৫০	-	কলকাতা ↑	-	১৭:৩৫	সোমবার

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে বিজয়ওয়াড়া, এলুরু, টাডেপল্লিগডেম, রাজমন্দ্রি, সামলকোট, তুনি, অনকাপল্লী, দুব্বাডা, বিজয়নগরম, শ্রীকাকুলাম রোড, পলাসা, ইচ্ছাপুরম, ব্রহ্মপুর, খুরদা রোড, কটক, ভদ্রক, বালেশ্বর এবং আন্দুল স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ/দিন: গুন্টুর থেকে ০৭৪৩৭:** ২৫/১০ ও ০১/১১/২০২৬ তারিখ (রবিবার) = ০২ টি ট্রিপ। **কলকাতা থেকে ০৭৪৩৮:** ২৬/১০ ও ০২/১১/২০২৬ তারিখ (সোমবার) = ০২ টি ট্রিপ। **গঠন:** এসি ২ টায়ার - ০১, এসি ৩ টায়ার - ০২, স্লিপার ক্লাস- ০৬, সাধারণ ২য় শ্রেণি (জিএস) - ০৮, এসএলআরডি - ০২ = ১৯টি কোচ। **ক্যাটেগরি :** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

DISCLAIMER: All advertisements are published in good faith and the readers are requested to make appropriate enquiries before sending money, incurring any expenses, acting on medical recommendations or entering into a commitment in relation to any advertisement published in this newspaper. The publisher, editor, printer and owners of 'Ei Samay' do not endorse or take responsibility for the content of any advertisement published herein and shall not be held liable for any loss, damages or consequences from any claims made by the advertisers.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং : ই-এ৯-এসএ৯-২০২৬-২০২৭। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ইআরএস- পিওএইচ)/ খগড়পুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের নাম :** ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের স্টেনলেস স্টিলের পাইপ দ্বারা এ৯, এসএ৯ পাইপলাইনের আধুনিকীকরণ। **কাজের আনুমানিক মূল্য :** ১৮% জিএসটি সহ ৩৬,৯৭,৮১৪.৬০ টাকা। **পরিমাণ :** ২০টি লোকো। **বায়না অর্থ :** ৭৪,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২০.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **ওয়েবসাইট বিবরণ : www.ireps.gov.in** আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতে হাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। (PR-920)

এসবিআই আরএএসএমইসি-কাম-এসএআরসি হলদিয়া (১০৬৮২)
দ্বিতীয় তল, এসবিআই, আই.ও.সি. হলদিয়া রিফাইনারি ক্যাম্পাস শাখা পোস্ট- হলদিয়া অয়েল রিফাইনারি, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬০৬, ই-মেল: sbi.10682@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত আধিকারিকের বিবরণ- নাম: নিশা কুমারী
মোবাইল: ৮০০১১৯৩৯৫২,
ই-মেল: sbi.10682@sbi.co.in

যানবাহন বাজেয়াপ্তকরণ ও বিক্রয় সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (সংযুক্তি-১) অনুযায়ী যানবাহন বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ০৪.১১.২০২৬

সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত। প্রতিটি বিড-এর পর ১০ মিনিটের বর্ধিত সময়সীমা সহ দর পূর্ববর্তী ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: আগ্রহী দরদাতারা ০৩.১১.২০২৬ তারিখ বা তার আগে প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা হওয়ার পর এবং ই-নিলামের ওয়েবসাইটে সেই তথ্য আপডেট হওয়ার পরেই দরদাতার প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার কারণে এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে; তাই শেষ মুহূর্তের জটিলতা এড়াতে দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যেন যথেষ্ট আগেভাগেই প্রি-বিড ইএমডি জমা দেন।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে জানানো যাচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি, যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/আমানত হিসেবে রাখা হয়েছে এবং অনুমোদিত আধিকারিক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে যার **বাস্তবিক দখল** গ্রহণ করেছেন, তা আগামী ০৪.১১.২০২৬ তারিখে "যেমন আছে, যেখানে আছে", "যেমন আছে, যা আছে" এবং "যা কিছু আছে, তা" শর্তে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতার কাছে সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা অর্থ সুদ ও অন্যান্য খরচসহ আদায়ের লক্ষ্যে এই বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে; তবে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত যদি কোনও অর্থ ইতিমধ্যে আদায় হয়ে থাকে, তা মোট পাওনা থেকে বাদ দেওয়া হবে।

ক্রম নং	অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সঙ্গে যদি কোনও দায়ভার থাকে, তার উল্লেখসহ	পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	সংরক্ষিত মূল্য	আমানত অর্থ জমা এবং দর বৃদ্ধির পরিমাণ
১	নির্মাণ ও মডেল: মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেড, মাহিন্দ্রা এক্সইউভি ৩০০ ডব্লু৮ ডিএস বিএস৬ এমটি, রেজিস্ট্রেশন নং: WB30AQ0515, রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ২২.০৩.২০২৪, ইঞ্জিন নং: EWRZB60894, চেসিস নং: MA1NM2EW1R2B71704, উৎপাদনের বছর: ২০২৪, মালিকের নাম: **শ্রীমতি মধুমিতা বর্মন।**	০২.১১.২০২৬, সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৩:০০টা	৮,৮৪,০০০ টাকা জিএসটি-সহ	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%): ৮৮,৪০০ টাকা, দর বৃদ্ধির পরিমাণ: ২,০০০ টাকা

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলি জানার জন্য অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট https://sbi.bank.in-এ দেওয়া লিঙ্কে দেখুন। ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার বিষয়ে তথ্যের জন্য www.bankeauctions.com-এর লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ২৩.১০.২০২৬
স্থান: হলদিয়া

অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ডিআরএমইএনজিজিআরএনসি-৮০ এবং ৮১-২০২৬, তারিখ ১৬.১০.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি), দঃপূঃ রেলওয়ে, রাঁচি নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ও বিজ্ঞপ্তি নং; কাজের নাম; টেন্ডার মূল্য; ইএমডি মূল্য : (১) ডিআরএমইএনজিজিআরএনসি-৮০-২০২৬;** রাঁচি ডিভিশনে লেভেল ক্রসিংয়ের সংযোগপথের রাস্তার উপরিভাগ মেরামতের কাজ; ৪,৫০,৭৬,৫৫৬.৫৪ টাকা; ৯,০১,৫০০ টাকা। **(২) ডিআরএমইএনজিজিআরএনসি-৮১-২০২৬;** ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (ইস্ট)/রাঁচির অধিক্ষেত্রাধীনে কিতা-সিলি এবং তুলিন-ঝালিদা স্টেশনের সিআরওগ্রস্থ অবস্থানের জন্য ধাতুর বিমের বেড়া নির্মাণ; ৪,৬০,৩০,৮৯১.৩০ টাকা;৯,২০,৬০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৯.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা উভয়ের জন্য। অনলাইন টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-925)

ট্র্যাফিক আইন ভাঙায় গ্রেপ্তার ৩৯৪ জন

হেলমেট নেই, ট্রিপল রাইড! পুজোর সাত দিনে বাইকের বিরুদ্ধেই বেশি অভিযোগ

এই সময়: দেবীপক্ষে হেলমেট ছাড়া কলকাতা দাপালেন মোটরবাইকের চালক ও আরোহীদের একাংশ। কলকাতা পুলিশের হিসেবে, সাত দিনে — পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত হেলমেটহীন মোটরবাইকের বিরুদ্ধে রুজু হওয়া মামলার সংখ্যা ১০৬৫। অন্য বিভিন্ন ট্র্যাফিক আইন ও নিয়ম ভাঙার অভিযোগে বহু মামলা হয়েছে এই সময়ে। তার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে হেলমেট না-পরে মোটরবাইক চড়ার জন্য রুজু হওয়া মামলার সংখ্যা। পুজোর ভিড়ে পুলিশের নজরদারি কম ছিল না। তা সত্ত্বেও এক শ্রেণির মোটরবাইক চালক ও আরোহী যে কতটা বেপরোয়া, সেটা এই পরিসংখ্যানই বুঝিয়ে দিচ্ছে বলে লালবাজারের কর্তাদের অনেকের অভিমত। ট্র্যাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত মোট ৩৯৪ জনকে কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন ডিভিশন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

লালবাজারের তথ্য অনুযায়ী, পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত (১৫ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত) ট্রিপল রাইডিং, হেলমেট না-পরে মোটরবাইকে চড়া, বেপরোয়া গাড়ি চালানো, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো ও অন্যান্য ঘটনা মিলে মোট ৪৩৫২টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে পঞ্চমীতে ৯২, প্রথম সপ্তমীতে ১৫, দ্বিতীয় সপ্তমীতে

তথ্য লালবাজারের

২৬৯, অষ্টমীতে ২৩১, নবমীতে ২৮৫ ও দশমীতে ১৭৩টি হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোর জন্য মামলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নবমী এক নম্বরে — সে দিন ২৮৫টি মামলা। তবে বিনা হেলমেটে মোটরবাইক চালানোর জন্য ষষ্ঠীর দিন কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের হিসেবে কোনও মামলা রুজু করা হয়নি।

হেলমেট ছাড়া মোটরবাইকে চড়ার পরে সব চেয়ে বেশি মামলা ট্রিপল রাইডিংয়ের জন্য। পুলিশের বক্তব্য, পুজোর সময়ে রাস্তায় ভিড় বেশি থাকায় দুর্ঘটনা এড়াতে হেলমেটহীন মোটরবাইক চালানো ও ট্রিপল রাইডিংয়ের উপরে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চমী থেকে দশমী, সাত দিনে ৯৫৩টি ট্রিপল রাইডিংয়ের জন্য মামলা হয়েছে। এর মধ্যে পঞ্চমীতে ৩৫, ষষ্ঠীতে ১৮৯, প্রথম সপ্তমীতে ১৯২, দ্বিতীয় সপ্তমীতে ১৪৮, অষ্টমীতে ১৫৫, নবমীতে ১৬০ এবং দশমীতে ৭৪টি মামলা হয়েছে। বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালানোয় মামলা হয়েছে ৬৯৯টি। পঞ্চমীতে ৬৫, ষষ্ঠীতে ৬৫, প্রথম সপ্তমীতে ১০৮, দ্বিতীয় সপ্তমীতে ১২৭, অষ্টমীতে ৯০, নবমীতে ১১১ ও দশমীতে ১৩৩ টি মামলা হয়েছে।

মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর জন্য মামলার সংখ্যা ৬৫২। এর মধ্যে পঞ্চমীতে ৬১, ষষ্ঠীতে ৬১, প্রথম সপ্তমীতে ৯৭, দ্বিতীয় সপ্তমীতে ১২০, অষ্টমী ৮১, নবমীতে ১১০ ও দশমীতে ১২২টি মামলা পুলিশ রুজু করেছে। অন্যান্য ট্র্যাফিক আইন ভাঙার জন্য ৭৭৭টি মামলা করেছে পুলিশ। সাত দিনে গাড়ি বাজেয়াপ্ত হয়েছে মোট ২০৬টি।

শুধু পড়া নয়, শুনুন 'এই সময়'। খবরটি শুনতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

গাড়ির ডিকিতে ভর্তি বোমা তৈরির মশলা!

এই সময়, দত্তপুকুর: বুধবার, দশমীর রাতে উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর একটি গাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ বোমার মশলা ও স্প্লিন্টার উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ও আতঙ্ক ছড়ায়। দত্তপুকুরের তেঁতুলতলা মোড়ের ঘটনা। তার পাশ দিয়ে পর পর তখন ঠাকুর ভাসানের মিছিল যাচ্ছে। প্রচুর লোকের সমাগম। ওই রকম জায়গায় পুজোর শেষ দিন গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে কোনও জঙ্গি সংগঠনের নাশকতার ছক ছিল কি না, সেই সন্দেহ তৈরি হয়। যে কারণে এনআইএ, এনএসজি-র দলও ঘটনাস্থলে পৌঁছয় স্থানীয় থানা, সিআইডি এবং রাজ্য পুলিশের বম্ব স্কোয়াডের পাশাপাশি।

দত্তপুকুরে আটক

পুলিশ সূত্রের খবর, গাড়িটির ডিকি থেকে বোমা তৈরির তিন কেজি মশলা এবং পেরেক-বল বিয়ারিং-জালকাঠির মতো ১০ কেজি স্প্লিন্টার উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার রাতেই গাড়ির মালিককে পুলিশ আটক করে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করছে। পুলিশ জানায়, ওই ব্যবসায়ীর নাম শেখ রাকিবুল ইসলাম। কোনও উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বিস্ফোরক নয়, সোরা, গন্ধকের মতো বোমার মশলা মিলেছে ওই গাড়ি থেকে। ঘটনাস্থলের কাছে একটি খেলার মাঠে নিয়ে গিয়ে বুধবার রাতেই সেগুলো নষ্ট করা হয়। কোথা থেকে কে বা কারা সে সব জোগাড় করেছে সে সব তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। বারাসত পুলিশ জেলার এসপি জে মার্সি বলেন, 'এনআইএ-র প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি সরাসরি বিস্ফোরক গোত্রের নয়। তবে সেগুলি কী ধরনের, ক্ষমতা কতটা, সে ব্যাপারে এনআইএ এবং এনএসজি তদন্ত করে দেখছে।' রাকিবুলের বাবা ফকির আলির বক্তব্য, 'ছেলে আগে গাড়ির মেকানিক ছিল ঠিকই। তবে ও তো ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে ব্যবসা করছে।'

প্রয়াত মাধুরী

এই সময়, বাগনান: প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং সমবায় আন্দোলনের পরিচিত মুখ মাধুরী ঘোষ (৭৫)। বুধবার দশমীর রাতে হাওড়ার বাঙালপুরের বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাজ্যের সর্ববৃহত্তম বহুমুখী মহিলা সমবায় সমিতি 'বাগনান-১ মহিলা বিকাশ সমিতি'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি। তাঁর স্বামী, দুই পুত্র বর্তমান। আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া গ্রামের মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে এবং নিরক্ষর মহিলাদের মধ্যে স্বাক্ষরতা প্রসারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। কলেজ জীবন থেকেই এই কাজ শুরু করেছিলেন। সেই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ 'এই সময় সংবাদপত্র' থেকে 'নারী সম্মান' পুরস্কারও পেয়েছেন।